লিপি
শিলিগুড়ি, মঙ্গলবার, ৩১ জুলাই ২০১৮
Siliguri· Tuesday· July 31, 2018
Arthik Lipi, Page 7

বিজেপি সভাপতিকে সম্বর্ধনা

নিজস্ব সংবাদদাতা, আরামবাগ ঃ হুগলি জেলাকে ভেঙে বিজেপির সাংগঠনিক জেলা হয়েছে আরামবাগ। আর এই জেলার সভাপতি হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন গোঘাটের তরুণ নেতা বিমান ঘোষ। সোমবার বিজেপির আরামবাগের দৌলতপুর কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে শাখা সংগঠন পাকসু মোর্চার পক্ষ থেকে নতুন সভাপতি বিমান ঘোষকে সম্বর্ধনা দেওয়া হয়। এই সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পাকসু মোর্চার রাজ্য সম্পাদক গণেশ চক্রবর্তী, অখণ্ড হুগলি জেলার সহসভাপতি পরেশ চক্রবর্তী, সম্পাদক সঞ্জিত মণ্ডল ছাড়াও বিকাশ দোলুই, মধুমিতা বেরা, মুরারি বেরা, রূপম অধিকারী প্রমুখ।

দুর্ঘটনা ঃ রাস্তায় পার্কিং, যত্রতত্র বাস দাঁড়ানো নিয়ে ক্ষোভ

নিজস্ব সংবাদদাতা, আরামবাগ ঃ হুগলির আরামবাগ শহরে দিন দিন দুর্ঘটনা বেড়েই চলেছে। কিন্তু পুলিশ প্রশাসন থেকে শুরু করে পৌরসভা যে সমস্ত নিয়মবিধি তৈরি করছে তাতে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে বাসচালক ও ট্রাক চালকরা যেখানে সেখানে পার্কিং করছে। নির্দিষ্ট বাসস্টপেজ না থাকার ফলে যেখানে সেখানে বাস দাঁড়িয়ে যাত্রী ওঠানামা করছে। বর্তমানে আরামবাগ মহকুমা দুর্ঘটনার জন্য প্রতিদিনই শিরোনামে চলে আসছে। ব্যাপক যানজট ও দুর্ঘটনা এড়ানোর জন্য আরামবাগ মহকুমা শাসকের 'দিশা' হলে প্রতিবছরই একটি করে মিটিং-এর আয়োজন করা হয়। সেখানে উপস্থিত থাকেন পুলিশ প্রশাসনের আধিকারিকগণ, পৌরপ্রধান, বাস-ট্রাক- টোটো-অটো ইউনিয়নের পদাধিকারীরা। বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়, তৈরি করা হয় বিধি নিষেধও। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয় না হলে দাবি এলাকার লোকজনের। আরামবাগ শহরের দৈর্ঘ্য প্রায় ৩ কিমি। এর মধ্যেই যাত্রীবাহী বাস যেখানে সেখানে দাঁড়িয়ে পড়ে। কয়েকটি নির্দিষ্ট স্টপেজ ছাড়াও যেখানে সেখানে যাত্রী তোলা নামা করে। অনেক সময় দেখা যায় ট্রাক ও বাস ট্রাফিক সিগন্যাল না মেনেই ছুটে চলেছে। এরফলে পথচারী থেকে শুরু করে অন্যান্য যানবাহনের চালক ও আরোহীরা সমস্যায় পড়েন। এমনকি প্রাণহানির মতো ঘটনাও ঘটে যাচ্ছে। এর পাশাপাশি রয়েছে ট্রাক ও বাসের নিজেদের মধ্যে রেষারেষির ঘটনা। সামান্য এই এক বছরের মধ্যেই আরামবাগ শহরে দুর্ঘটনায় কমপক্ষে ১০জনের মৃত্যু হয়েছে। যার অর্থ প্রশাসনের উদ্যোগ কোনওভাবেই সফল হচ্ছে না। এলাকাবাসীর বক্তব্য, পুলিশ প্রশাসন বা পৌরসভা শুধুমাত্র সভা করলেই দুর্ঘটনা কমবে না। এর জন্য প্রয়োজন কঠোরতম ব্যবস্থা গ্রহণ। প্রয়োজনে নিয়মভঙ্গকারী বাস ও ট্রাকের বিরুদ্ধে জরিমানা ও আইন অনুযায়ী অন্যান্য শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে। এলাকাবাসীর আরও দাবি, ট্রাফিক সিগন্যাল না মেনে যারা দ্রুত গতিতে বেরিয়ে যায় সেই সব চালকদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নিতে হবে। পাশাপাশি এলাকার মানুষ রাত ১০টা পর্যন্ত শহরের গুরুত্বপূর্ণ মোড়গুলিতে ট্রাফিক পুলিশ দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন।

চন্দননগরে শ্মশানঘাট সংস্কার ও বৈদ্যুতিক চুল্লির কাজ শুরু

নিজস্ব সংবাদদাতা, হুগলি ঃ প্রায় তিন শতাব্দী প্রাচীন চন্দননগর পুর নিগমের ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের গোন্দলপাড়া এলাকার গোপালবাবু শ্মশান ঘাটের সংস্কারের কাজ শুরু হওয়ার পাশাপাশি বৈদ্যুতিক চুল্লি বসানোরও কাজ শুরু হতে চলেছে। স্থানীয় ও পুর নিগম সূত্রে জানা গেছে, প্রায় ৯ লক্ষ টাকা ব্যায়ে রাজ্য সরকারের বৈতরণী প্রকল্পের আওতায় এই কাজ শুরু হয়েছে। মূলত স্থানীয় কাউন্সিলারের প্রচেষ্টায় এবং রাজ্যের মন্ত্রী তথা স্থানীয় বিধায়ক ও চন্দননগর পুর নিগমের মেয়রের উদ্যোগে এই সংস্কারের কাজ শুরু হয়েছে বলেও জানা গিয়েছে। আগামী কয়েক মাসের মধ্যে সংস্কারের পর এখানে কাঠের চুল্লিতে মড়া পোড়ানো শুরু করা হলেও আগামীদিনে এখানে বৈদ্যুতিক চুল্লি চালু করা হবে বলেও পুর নিগম সূত্রে জানা গেছে। এই বিষয়ে চন্দননগর পুর নিগমের এমআইসি (পিডাব্লুডি) তথা স্থানীয় কাউন্সিলার হিরন্ময় চ্যাটার্জী বলেন, প্রায় তিন শতাব্দী প্রাচীন এই গোপালবাবু ঘাটে কাঠের চুল্লিতেই মড়া পোড়ানো হয়। কিন্তু বর্তমানে এই শ্মশান ঘাটটি মড়া পোড়ানোর অযোগ্য হয়ে পড়েছিল। তিনি বলেন, ঘাটটির সংস্কারের জন্য স্থানীয় বিধায়ক তথা রাজ্যের মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন ও চন্দননগর পুর নিগমের মেয়র রাম চক্রবর্তীকে জানিয়েছিলেন। মূলত তাঁদেরই উদ্যোগে বৈতরণী প্রকল্পের আওতায় এই ঘাটটির সংস্কারের কাজ শুরু হয়েছে। আগামীদিনে এখানে কাঠের চুল্লির পাশাপাশি বৈদ্যুতিক চুল্লি চালু করারও চিন্তা ভাবনা করা হচ্ছে। এর ফলে আগামীদিনে চন্দননগরের দুই প্রান্তে থাকা বোড়াই চণ্ডীতলা ও ভদ্রেশ্বর শ্মশান ঘাটের বৈদ্যুতিক চুল্লিতে চাপ যেমন কমবে, তেমনই এলাকার ও আশেপাশের এলাকার লোকেরও উপকার হবে বলেও তিনি আশা প্রকাশ করেন। পাশাপাশি চন্দননগর পুর নিগমের মেয়র রাম চক্রবর্তী বলেন, বাংলায় রাজনৈতিক পালা বদলের পর বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী রাস্তাঘাট, পানীয় জল, বিদ্যুৎ, আবাস যোজনা সহ একাধিক উন্নয়নমূলক কাজ করেছেন। পাশাপাশি শ্মশান ঘাট ও কবরস্থানের সংস্কারের জন্যও বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে নানা উন্নয়ন করেছেন। রাজ্য সরকারের বৈতরণী প্রকল্পের আওতায় স্থানীয় বিধায়ক তথা রাজ্যের মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেনের উদ্যোগে গোপালবাবুর শ্মশান ঘাটের সংস্কারের কাজ চলছে বলেও তিনি জানান। এই কাজে প্রায় ৯ লক্ষ টাকা ব্যায় হচ্ছে বলেও তিনি জানান। তিনি আরও বলেন, সংস্কারের পর এখানে কাঠের চুল্লিতেই মড়া পোড়ানোর কাজ শুরু করা হবে। তবে আগামীদিনে এখানে কাঠের চুল্লির পাশাপাশি বৈদ্যুতিক চুল্লি চালু করারও চেষ্টা চলছে। অপরদিকে গোন্দলপাড়া গোপালবাবু শ্মশান ঘাটের ডোম পরিবারের সদস্য রেখা ডোম বলেন, দীর্ঘদিন ধরে তাঁর স্বামী এই শ্মশানে মড়া পোড়ানোর কাজ করে আসছেন। বর্তমানে শ্মশান ঘাটের সংস্কারের কাজ চলার ফলে বেশ ককে মাস ধরে বন্ধ রয়েছে মড়া পোড়ানোর কাজ। ফলে বন্ধ রয়েছে রুজি রুটিও। তাই সংস্কার করে নতুন ভাবে আবারও শ্মশান ঘাট চালু হতে চলায় কাজ ফিরে পেয়ে আনন্দে তাঁরাও খুশি বলেই এদিন তিনি জানান। পাশাপাশি আগামীদিনে বৈদ্যুতিক চুল্লি চালু হলে তাঁরা আরও খুশি হবেন বলেও এদিন জানান। অন্যদিকে স্থানীয় বাসিন্দা কৃতিবাস মুখার্জি বলেন, দীর্ঘদিনের পুরোনো এই শ্মশান ঘাট বর্তমানে ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে পড়েছিল। স্থানীয় কাউন্সিলারের প্রচেষ্টায় এখানে সংস্কারের কাজ চালু হওয়ায় এলাকার মানুষ খুব খুশি। পাশাপাশি তিনি বলেন, আগামী দিনে এখানে কাঠের চুল্লির সাথে বৈদ্যুতিক চুল্লি চালু হলে এলাকা ও পার্শ্ববর্তী অন্যান্য এলাকার মানুষ তাতে আরও উপকৃত হবেন। কারণ আজকের দিনে বিভিন্ন ব্যস্ততার জন্য মানুষের হাতে সময় অনেক কমে এসেছে। তাই যেখানে কাঠের চুল্লিতে একটি মৃতদেহের সৎকার করতে প্রায় তিন থেকে সাড়ে তিন ঘন্টা সময় লাগত সেটা বৈদ্যুতিক চুল্লি হওয়ার ফলে এক ঘন্টা থেকে সোয়া এক ঘন্টার মধ্যে হয়ে যাবে।

তারকেশ্বর শ্রাবণী মেলায় ভক্তদের ঢল।

পাণ্ডুয়ায় অ্যাসিড হামলায় আক্রান্ত যুবক

নিজস্ব সংবাদদাতা, পাণ্ডুয়া ঃ কাজ থেকে বাড়ি ফেরার পথে অ্যাসিড হামলায় আক্রান্ত হলেন বেশ কিছু যুবক। রবিবার গভীর রাতে ঘটনাটি ঘটেছে হুগলির পাণ্ডুয়া থানার সরাই ভোজনপুরে। আক্রান্ত যুবকের নাম রাম সরকার। তিনি ওই এলাকারই বাসিন্দা। স্থানীয় একটি লজে সাফাই কর্মীর কাজ করেন। এদিন লজে অনুষ্ঠান থাকায় একটু বেশি রাতেই তাঁর ছুটি হয়েছিল। বাড়ি ফেরার পথে তাঁকে পিছন থেকে কে বা কারা অ্যাসিড বাল্ব ছোঁড়ে বলে অভিযোগ। তাঁর আর্তচিৎকারে প্রতিবেশিরা ছুটে আসেন। তাঁরাই তাঁকে উদ্ধার করে পাণ্ডুয়া হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি হতে থাকায় তাঁকে চুঁচুড়া সদর হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। তবে কে বা কারা তাঁর উপর অ্যাসিড হামলা চালাল তা নিয়ে ধন্দে সকলেই। পুলিশ ঘটনার তদন্তে নেমেছে।

খানাকুলে প্রহৃত তৃণমূল নেতা

নিজস্ব সংবাদদাতা, খানাকুল ঃ এক তৃণমূল নেতাকে মারধরের অভিযোগ উঠল দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। এই ঘটনায় ওই তৃণমূল নেতা থানায় অভিযোগ দায়ের করলেন। রবিবার সন্ধ্যায় ঘটনাটি ঘটেছে হুগলির খানাকুলের নতিবপুর ২নং গ্রাম পঞ্চায়েতের বলপাই এলাকায়। জানা গেছে, প্রহৃত ওই নেতার নাম রমেন প্রামাণিক। তিনি খানাকুলে বিধায়ক ইকবাল আহমেদের প্রতিনিধি হিসাবে এলাকায় পরিচিত। এছাড়াও এবার জেলা পরিষদের নির্বাচনে ৫০নং আসন থেকে তিনি তৃণমূলের টিকিটে জয়ী প্রার্থী। রমেনবাবুর অভিযোগ, এদিন সন্ধ্যায় তিনি খানাকুলের খুনিয়াচক থেকে গাড়িতে করে বাড়ি ফিরছিলেন। অফিস সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে তিনি ওখানে গিয়েছিলেন। ফেরার পথে বলপাই হাটতলার কাছে ১৪-১৫জন দুষ্কৃতী মোটর বাইকে করে তাঁর গাড়ির সামনে পথ আটকায় এবং তাঁকে ঘিরে ধরে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করতে থাকে। এরপর দুষ্কৃতীরা তাঁর গাড়ির গেট খুলে জামার কলার ধরে জোরপূর্বক গাড়ি থেকে বাইরে বের করে আনে। তাঁকে প্রাণে মেরে ফেলার চেষ্টা হয় বলে দাবি রমেনবাবুর। তাঁর মুখে চড় থাপ্পর এবং বুকে, পেটে পিঠে কিল, ঘুষি মারতে থাকে। হাতে থাকা দামি মোবাইল এবং হাতঘড়ি ছিনিয়ে নেয়। গলা থেকে সোনার হারটাও খুলে নেয়।

এছাড়াও গাড়িতে থাকা বিধায়ক সাহেবের সরকারি উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্রসহ ফাইলগুলি গাড়ি থেকে বের করে নেয়। মানিব্যাগটিও ছিনিয়ে নেয়। যার ভেতরে প্রায় ৪-৫ হাজার টাকা ছিল। এরপর দলের কর্মীরা তাঁকে ওখান থেকে উদ্ধার করে খানাকুল গ্রামীণ হাসপাতালে চিকিৎসা করান। পরে তিনি খানাকুল থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন।

জলাধার ভেঙে পড়ার আশঙ্কা, আতঙ্ক হাসপাতালে

নিজস্ব সংবাদদাতা, চন্দননগর ঃ হুগলির চন্দননগর মহকুমার গৌরহাটী ই এস আই হাসপাতালের জলাধারটি করুণ অবস্থায় পড়ে রয়েছে। যে কোনও সময়ে ওই জলাধারটি ভেঙে পড়ার আশঙ্কা করছেন ওই হাসপাতালের বাসিন্দারা। তাঁদের অভিযোগ, কয়েকদিন আগে অবিরাম বৃষ্টিতে ভেঙে পড়েছে জলাধারের বেশ কিছু সিমেন্টের চাঁই। হাসপাতাল সুপারকে জানানোও হয়। কিন্তু তারপরেও কোনও ফল হয়নি। রবিবারও ওই জলাধার থেকে সিমেন্ট খসে পড়েছে। এই ঘটনায় অল্পের জন্য দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পেয়েছেন নির্মাণ প্রকল্পের শ্রমিকরা। এলাকার বহু মানুষের অভিযোগ, হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ অনেক কিছুই নতুন করে মেরামতি করলেও এই জলাধারটির বিষয়ে কোনও ব্যবস্থা নিচ্ছেন না। ফলে যেকোনও দিন বড়সড় দুর্ঘটনা ঘটে যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।

ধানবোঝাই লরি উল্টে আহত ২

নিজস্ব সংবাদদাতা, গোঘাট ঃ হুগলির গোঘাট থানার কুমারগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতের পুণ্ডহিত গ্রামে উল্টে গেল একটি ধানবোঝাই ৬ চাকার লরি। রাস্তার ধারে নয়ানজুলিতে লরিটি উল্টে যায়। এই ঘটনায় চালক ও খালাসি অল্পের জন্য রক্ষা পান। তাঁদেরকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়। এলাকার মানুষের বক্তব্য, রাস্তা মেরামতির কাজ চলছে। সেই কারণে অনেক জায়গায় রাস্তার উপর জল জমে আছে। তাই এই দুর্ঘটনা।

টিউশন পড়ানো স্কুল শিক্ষকদের নৈতিকতা নিয়ে প্রশ্ন, দাবি ফ্রি কোচিং ক্যাম্পের

টিউশন বন্ধে সমস্যায় ছাত্রছাত্রী, দ্বারস্থ প্রশাসনের

নিজস্ব সংবাদদাতা, আরামবাগ ঃ স্কুল শিক্ষকদের প্রাইভেট টিউশন পড়ানো বন্ধের নির্দেশিকা নিয়ে হুগলির আরামবাগ মহকুমা জুড়ে কয়েকদিন ধরেই চলছে চাপানউতর। অভিযোগ পাল্টা অভিযোগে পরিস্থিতি ধীরে ধীরে উত্তপ্ত হয়ে উঠছে। শুক্রবারের পর সোমবারে আবার কিছু ছাত্রছাত্রী প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়ে এখনই স্কুল শিক্ষকদের প্রাইভেট টিউশন বন্ধে আপত্তি জানাল। তাঁদের বক্তব্য, শিক্ষাবর্ষের মাঝপথে হঠাৎ করে প্রাইভেট পড়ানো বন্ধ হলে তারা খুবই সমস্যায় পড়ে যাবে। এদিন ওই সমস্ত ছাত্রছাত্রী আরামবাগ মহকুমাশাসকের কাছে তাদের দাবি সম্বলিত এক স্মারকলিপি জমা দেয়। জানা গেছে, কিছুদিন আগে আরামবাগ ও খানাকুলের বেশ কিছু বুদ্ধিজীবী স্কুলশিক্ষকদের প্রাইভেট টিউশন পড়ানোর ব্যাপারে আপত্তি জানিয়ে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার দাবিতে আরামবাগ মহকুমাশাসক, হুগলি জেলা পরিদর্শক (আরামবাগ)-এর কাছে লিখিত অভিযোগ জানান। ওই অভিযোগপত্রে মহকুমার পাঁচটি স্কুলের নামও উল্লেখ করেছিলেন অভিযোগকারীরা। এরপরেই বিষয়টি নিয়ে নড়েচড়ে বসে প্রশাসন। হুগলি জেলা পরিদর্শক (আরামবাগ)-এর পক্ষ থেকে ওই পাঁচটি স্কুলের প্রধানশিক্ষকের কাছে বিষয়টি নিয়ে রিপোর্ট তলব করা হয়। ৭ দিনের মধ্যে ওই রিপোর্ট জমা দিতে বলা হয়। এই ঘটনায় টিউশন পড়ানো স্কুলশিক্ষকদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। তাঁদের অনেকেই কয়েকদিনের জন্য টিউশন পড়ানো বন্ধ করে দেন। এদিন মহকুমাশাসকের কাছে আসা ছাত্রছাত্রী কৌস্তভ ঘোষ, মৌমিতা পাল, শুভদীপ ভট্টাচার্য প্রমুখদের বক্তব্য, তাদের কেউ এবার উচ্চমাধ্যমিক, কেউ মাধ্যমিক পরীক্ষা দেবে। চূড়ান্ত পরীক্ষা হতে আর মাত্র মাস ছয়েক বাকি। তার আগে স্কুলশিক্ষকরা পড়ানো বন্ধ করে দিলে তারা সমস্যায় পড়বে। তাই আগামী ৬ মাস যাতে তাদেরকে পড়াশোনার সুযোগ দেওয়া হয় তাই তারা এদিন মহকুমাশাসকের কাছে আবেদন জানায়। জানা গেছে, মহকুমাশাসকও বিষয়টি ভেবে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন। কিন্তু ইতিমধ্যেই প্রশ্ন উঠেছে ছাত্রছাত্রী তথা অভিভাবকদের এই দাবি নিয়ে। প্রথমত, স্কুলশিক্ষকদের চাকরির আদর্শ আচরণবিধিতেই টিউশনি পড়ানো যাবে না বলে উল্লেখ রয়েছে। তাছাড়া ২০০২ সাল থেকে এব্যাপারে রাজ্য সরকার নতুন করে তিনবার নির্দেশ দিয়েছে। এমনকি এবছরের শুরুতেও বর্তমান রাজ্যসরকার শিক্ষকদের সতর্ক করে দিয়েছে। তারপরেও কেন স্কুলশিক্ষকরা টিউশন পড়াচ্ছেন তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। কেনই বা ছাত্রছাত্রী বা তাঁদের অভিভাবকরা আগে থেকে সতর্ক হলেন না। এখন টিউশন বন্ধের সিদ্ধান্তকে ' হঠাৎ' বলে দাবি করা অন্যায়। কিছু কিছু অভিভাবকের বক্তব্য, স্কুলে ভালো পড়াশোনা হয় না। তাই ছাত্রছাত্রীদেরকে টিউশন পড়তেই হয়। কিন্তু এক্ষেত্রেও টিউশনি বন্ধের পক্ষের ব্যক্তিদের যুক্তি, তাহলে কামারপুকুর রামকৃষ্ণ মিশন, নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের মতো স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা কিভাবে আলাদা করে টিউশন না পরেও বছরের পর বছর ভালো রেজাল্ট করে চলেছে। তাঁদের বক্তব্য, এক্ষেত্রে স্কুলশিক্ষকরা স্কুলেই তাঁদের সেরাটা ছাত্রছাত্রীদের কাছে তুলে ধরেন। কিন্তু যে সমস্ত স্কুলশিক্ষক টিউশন পড়ান তাঁরা কোনও দিন তাঁদের সেরাটা স্কুলে দিতে পারেন না বা দেন না। যদি দিতেন তাহলে ওই সমস্ত ছাত্রছাত্রীদের আলাদা করে টিউশন পড়ার প্রয়োজনই হত না। তাছাড়া বর্তমানে অসংখ্য শিক্ষিত বেকার ছাত্রছাত্রী রয়েছে। যাঁদের মধ্যে অনেকেই বি.এড বা আরও উচ্চতর ডিগ্রিপ্রাপ্ত। তাঁদের কাছে টিউশন পড়লেও ছাত্রছাত্রীরা কোনও অংশেই খারাপ রেজাল্ট করবে না। বরং নতুন শিক্ষা পরিকাঠামো সম্পর্কে তাঁরা অনেক বেশি ওয়াকিবহল। তাঁদের অভিযোগ, একশ্রেণির স্কুলশিক্ষক নিজেদের মুনাফার লোভে অনৈতিকভাবে সরকারি আচরণবিধিকে লঙ্ঘন করে ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে অসাধু ব্যবসা করে চলেছে। আর এখন প্রশাসন সেই ব্যবসা বন্ধ করতে উদ্যোগী হতেই তাঁরা ছাত্রছাত্রী ও তাদের অভিভাবকদের ঢাল হিসাবে ব্যবহার করে প্রশাসনের কাছে ঠেলে দিচ্ছে। অনেকেরই বক্তব্য, আর স্কুল শিক্ষকরা যদি ছাত্রদরদী তাহলে তাঁরা প্রশাসনের অধীনে ফ্রি কোচিং ক্যাম্পে ওই সমস্ত ছাত্রছাত্রীদের পড়িয়ে দেখান।

বেড়াতে আসুন কামারপুকুরে

কামারপুকুর মঠের মেইন গেটের পাশে থাকা ও খাওয়ার সুব্যবস্থা আছে

যোগাযোগ ঃ বাসুদেব লজ, কামারপুকুর

ফোন ঃ ৯৭৩৩৫৯৫৬৬৯

ফোন- ০৩২১১-২৫৬৯৫০/মোঃ ৯৭৩২৮৪৩৬৭৭

নিরোগ ডায়াগনষ্টিক

●সিটি স্ক্যান ●ডিজিট্যাল এক্সরে ●আল্ট্রাসোনোগ্রাফি ●কালার ডপলার ●ইকোকার্ডিগ্রাফী ●প্যাথলজি ●এফ.এন.এ.সি. ●ই এম জি এন সি ভি ●বায়োপ্সি ●ই.ই.জি. ●ই.সি.জি

Dr. Nischay R,
M.D. D.M.

প্রতি ইং মাসের প্রথম ও তৃতীয় রবিবার এন্ডোসকপি ও কোলোনসকপি করা হবে।